ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭২৪
আগরতলা,৩ সেপ্টেম্বর,২০২৫

প্রকাশিত সংবাদের স্পষ্টিকরণ

''ইন্টার্ন ভাতা বঞ্চনা, ক্ষুব্ধ হবু ডাক্তাররা,'' এই শিরোনামে স্যন্দন পত্রিকায় গত ৩১ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সংবাদটি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের নজরে এসেছে। এই সংবাদটির পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতালের প্রদত্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে দপ্তরের পক্ষ থেকে স্পষ্টিকরণ দিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতাল পরিচালনাকারী সংস্থা কোনো সরকার পরিচালিত মেডিক্যাল কলেজ নয়, বরং এটি একটি সোসাইটি দ্বারা পরিচালিত, এবং কলেজ ও হাসপাতালের পরিচালন ব্যয় সম্পূর্ণরূপে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি-এর উপর নির্ভরশীল। অতএব, ত্রিপুরা সরকারের অধীনে পরিচালিত আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজের ইন্টার্ন চিকিৎসকদের অনারিয়ামের সমতুল্য হারে ইন্টার্নদের অনারিয়াম প্রদানের ক্ষেত্রে এই সোসাইটির সক্ষমতা নেই। উল্লেখ্য, দেশের বহু মেডিক্যাল কলেজে ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের তুলনায় কম হারে ইন্টার্ন ডাক্তারের সম্মানী প্রদান করা হয়।

ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতাল ইন্টার্ন ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত হয়, এই বক্তব্যটি সম্পূর্ণভাবে বিভ্রান্তিকর। ইন্টার্ন ডাক্তাররা এক বছরের জন্য বাধ্যতামূলক পর্যায়ক্রমিক প্রশিক্ষণের অধীনে থাকে এবং এই সময়টি তাদের শেখার সময়। তারা কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডে রোগীদের পরিষেবায় নিয়োজিত চিকিৎসকদের সহায়তা করে থাকে। ইন্টার্নরা ২৪X৭ হাসপাতাল পরিচালনা করছে, এই বক্তব্যও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বরং তাদের ৮ ঘণ্টার মধ্যে সীমাবদ্ধ ডিউটির শিফটে নিযুক্ত করা হয়ে থাকে। এছাড়াও, হোস্টেলে বসবাসকারী ইন্টার্ন ডাক্তারদের কাছ থেকে সিট ভাড়া নেওয়া হয়, এই ধরনের অভিযোগও ভিত্তিহীন ও অসত্য। ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতালের কর্মরত স্টাফ নার্সের সংখ্যা ৩৩৮ জন, যা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনের তুলনায় বেশি।

ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতালে ল্যাব টেস্ট এবং রেডিওলজিক্যাল টেস্টের জন্য রোগীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত বা অধিক পরিমাণ অর্থ আদায় করছে, এই অভিযোগও সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন ও অসত্য। রেজিস্ট্রেশন ফি হিসেবে শুধুমাত্র ৩০টাকা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। বহির্বিভাগের রোগীদের চিকিৎসার জন্য আর কোনো অর্থ প্রদান করতে হয় না। ল্যাবরেটরি সংক্রান্ত খরচ বেসরকারি ল্যাব ও হাসপাতালগুলোর তুলনায় অনেক কম। একইভাবে, রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষার জন্যও সরকারি খরচ বেসরকারি ল্যাব ও হাসপাতালের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম। ত্রিপুরা মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড ডঃ বিআরএএম টিচিং হাসপাতাল পরিচালনাকারী সোসাইটি হাসপাতাল পরিচালনায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এই ক্ষতি হ্রাস করা এবং ল্যাবসহ অন্যান্য চার্জসমূহ কিট, রিএজেন্ট ইত্যাদির খরচ অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে কর্তৃপক্ষ।

ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড ডঃ বিআর আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতাল পরিচালনাকারী সোসাইটি হাসপাতালের মান ও চিকিৎসা পদ্ধতির উন্নয়নে এবং রোগীদের আরও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানে সদা সচেষ্ট। ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উৎসাহে একটি ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে।

২-এর পাতায়

এছাড়াও, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড ডঃ বিআর আম্বেদকর মেমোরিয়াল টিচিং হাসপাতাল কর্মীদের জন্য আবাসনের সমস্যা একটি জটিল সমস্যা। কোয়ার্টারের সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। সোসাইটি তার তাদের সীমিত সম্পদ এবং বাইরের প্রত্যাশিত প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ভিত্তিতে ট্রমা কেয়ার সেন্টার ও স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

*****